Sangbad Online
প্রকাশনার ৬০ বছর
সংবাদ

তারিখঃ ২৭/০৪/২০২৩ (পৃঃ১২)

গোপালগঞ্জ : *জনপ্রিয়তা পাওয়া ব্রি হাইব্রিড ধানের ভালো ফলন হওয়া একটি খেত* —সংবাদ

গোপালগঞ্জে জনপ্রিয়তা পেয়েছে ব্রি হাইব্রিড ধান

প্রতিনিধি, গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত ব্রি হাইব্রিড ধান জনপ্রিয় হচ্ছে। এই ধান সর্বোচ্চ ফলন দেয়। ধানে রোগ বালাই নেই। তাই এই ধান চাষাবাদ করে কৃষক লাভবান হয়। এই কারণে প্রতিবছর গোপালগঞ্জে ব্রি হাইব্রিড ধান জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ খামারবাড়ির উপ-পরিচালক কৃষিবিদ আ. কাদের সরদার জানিয়েছেন, চলতি বোরো মৌসুমে গোপালগঞ্জ জেলায় ১ হাজার ৫৩ হেক্টর জমিতে ব্রি হাইব্রিড ধানের আবাদ হয়েছে। এরমধ্যে ব্রি হাইব্রিড ধান-৩ এই জেলার ৪৮৩ হেক্টরে ও ব্রি হাইব্রিড ধান ৫ কৃষক ৫৭০ হেক্টরে চাষাবাদ করেছেন।

ওই কর্মকর্তা আরো জানান, ব্রি হাইব্রিড ধান ৩ গোপালগঞ্জ সদরে ২৭ হেক্টর, মুকসুদপুরে ১১০ হেক্টর ও কোটালীপাড়ায় ৩৪৬ হেক্টরে চাষাবাদ হয়েছে। ব্রি হাইব্রিড ধান ৫ গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় ৩৫ হেক্টরে, মুকসুদপুরে ১১০ হেক্টরে, কাশিয়ানীতে ১১৫ হেক্টরে ও কোটালীপাড়া উপজেলায় ৩১০ হেক্টরে আবাদ হয়েছে। বীজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারলে এই ধান আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলে মন্তব্য করেন ওই কৃষি কর্মকর্তা।

কোটালীপাড়া উপজেলার হরিণাহাটি গ্রামের কৃষক ঠাণ্ডা শেখ বলেন, ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে বীজ, সার, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ পেয়ে আমার ১ একর ১৫ শতাংশ জমিতে ব্রি হাইব্রিড ধান-৩ ও ব্রি হাইব্রিড ধান ৫ জাতের আবাদ করি। এ ধানে সার কম লেগেছে এবং রোগ ও পোকার আক্রমণ হয়নি। তাই কম খরচে বেশি বেশি ধান উৎপাদন করে আমি লাভবান হয়েছি। আমার খেতে ব্রি হাইব্রিড ধান ৫ হেক্টর প্রতি ১০.৮৬ মেট্রিক টন ফলন দিয়েছে। এছাড়া ব্রি হাইব্রিড ধান ৩ হেক্টরে সাড়ে ৯ মেট্রিক টন ফলেছে । এই ফলন দেখে প্রতিবেশি কৃষকরা আগামীবছর এ ধান চাষে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমি গত ৪ বছর ধরে এই ধানের চাষাবাদ করছি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কোটালীপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ নিটুল রায় বলেন, ধান গবেষণার এই দুই জাতের হাইব্রিড ধান গত ৪ বছর ধরে কোটালীপাড়ায় সর্বোচ্চ ফলন দিয়ে আসছে। তাই এই জাত জনপ্রিয় হচ্ছে। এই জাত ছড়িয়ে দিতে পারলে দেশে ধান উৎপাদনে বিপ্লব ঘটবে। এই ক্ষেত্রে আগামীতে এই ধানের বীজ সহজলভ্য করতে হবে।

ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সৃজন দাস বলেন, এ জাতের ধান চিকন। বাজারে এই ধান একটু বেশি দামে বিক্রি হয়। ধানের ফলন প্রচলিত জাতের তুলনায় বেশ ভালো। ব্রি, আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বলেন, ২০২০ সালে আমরা গোপালগঞ্জে মাত্র ১৫ একর জমিতে ব্রি হাইব্রিড ধানের দুইটি জাতের ৫০টি প্রদর্শনী প্লট করি। ওই বছর ব্রি হাইব্রিড ধান ৫ প্রতি হেক্টরে ১০.৮৬ মেট্রিক টন (১৪% অদ্রতায়) ও ব্রি হাইব্রিড ধান ৩ হেক্টর প্রতি ৯.৬৭ মেট্রিক টন (১৪%আদ্রতায়) ফলন দেয়। প্রচলিত হাইব্রিড ধান হেক্টরে ৭ থেকে ৮ টন ফলন দেয়। সেখানে আমাদের উদ্ভাবিত হাইব্রিড রেকর্ড ফলন হচ্ছে। এই জন্য বিগত ৪ বছরে গোপালগঞ্জে ব্রি হাইব্রিড ধানের আবাদ ১৫ একর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১ হাজার ৫৩ হেক্টরে সম্প্রসারিত হয়েছে। এই বছর গোপালগঞ্জে আমরা বিনা মূল্যে ১০ মেট্রিক টন দুই জাতের ব্রি হাইব্রিড ধান বীজ বিতরণ করেছি। সেই সাথে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সার, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিয়েছি। এই কারণে এই বছরও কৃষক ব্রি হাইব্রিড ধানের বাম্পার ফলন পেয়েছেন। এছাড়া বিদেশি হাইব্রীড ধান বীজ বাজারে ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। ব্রি হাইব্রিড ধানের বাণিজ্যিক বীজ উৎপাদনের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাহলে ব্রি হাইব্রিড ধান বীজ প্রতি কেজি কৃষক ৬০ থেকে ৭০ টাকায় কিনতে পারবেন। এতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়। ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তা ও এসডিজি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

যায়যায়দিন
তারিখঃ ২৭/০৪/২০২৩ (পৃঃ১১)

কালীগঞ্জে বিএডিসির বীজে নানা জাতের ধান!

■ কালীগঞ্জ (লালমনিরহাট) প্রতিনিধি

লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার তুষভান্ডার ইউনিয়নে বিএডিসির বোরো ধানের বীজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অনেক কৃষক। তাদের অভিযোগ, উপজেলা বিএডিসির অফিস থেকে সরবরাহ করা ব্রি-৭৪ (জিং) ধানের বীজে গাছ হয়েছে একাধিক জাতের। এ বিষয়ে তারা কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), কৃষি অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান বরাবর লেখিত অভিযোগ দেন।

সরেজমিন দেখা গেছে, বিভিন্ন ধানের মিশ্রণ থাকায় কোনোটার শীষে ধান ধরেছে, আবার কোনোটায় এখনো ধানই আসেনি। একই জমিতে ফসলের এমন তারতম্য থাকায় তারা হতাশ হয়ে পড়েছেন। এতে চাষাবাদের খরচ ও ফসল উৎপাদনে ব্যাপক লোকসানে পড়েছেন কৃষকরা। এমন পরিস্থিতিতে এক জাতের বীজে একাধিক জাত তৈরির কারণ উদ্ঘাটন ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।

সার-সেচের ঋণ নিয়ে দুশ্চিন্তায় কৃষক

তবে বিএডিসির কালীগঞ্জ উপজেলা শাখার অফিসে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে দেখা যায়, তাদের অফিসে তালা ঝুলানো সব সময়। যার ফলে তাদের সঙ্গে কোনোভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তুষভান্ডার ইউনিয়নের কাশীরাম ও উত্তর ঘণেশ্যাম গ্রামের মানুষ বিএডিসির কালীগঞ্জ শাখা অফিস থেকে ধানের বীজ কেনেন। চলতি মৌসুমে এই ইউনিয়নের প্রায় ১০ জন কৃষক ব্রি-৭৪ (জিং) জাতের ধানের বীজ কিনে চাষাবাদ শুরু করেন। তারা ক্ষেতে সঠিক মাত্রায় সেচ, সার দেন। অন্য সবার মতো তাদের ক্ষেতও দেখতে বেশ সুন্দর হয়। কিন্তু চারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতের ফসলে তারতম্য দেখা দেয়। ক্ষেতের কিছু অংশে যখন ধানের থোড় আসছে, অন্য অংশে আসছে না। আবার কোনো জমিতে ধানের শীষ পরিপুষ্ট হয়ে গেলেও অন্য পাশে এখনো থোড়ই বের হয়নি।

জমিতে ফসলের এ রকম তারতম্য দেখে তারা ফলন নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন। প্রতি বিঘায় ধান চাষে তাদের ১০-১৫ হাজার খরচ হয়েছে। এসব জমিতে স্বাভাবিক ধান হলে বিঘায় ২০-২২ মণ উৎপাদন হয়। এখন ফসলের এ রকম তারতম্যের কারণে এসব বিঘায় ১০-১৫ মণ ধান উৎপাদন হবে। যাতে তাদের বিঘাপ্রতি ১০-১৫ হাজার টাকা ক্ষতি হবে। শেষ সময় এসে ক্ষেতে ফসলের এ অবস্থায় সবাই ভেঙে পড়েছেন। ফসল ঘরে তুলতে না পারলে সার-সেচের ঋণ পরিশোধ করবেন কীভাবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন এসব ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক।

তুষভান্ডার ইউনিয়নে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কামিরাম গ্রামের কৃষকরা। ওই গ্রামের সহিদুল ইসলাম নামে এক বৃদ্ধ কৃষক জানান, 'ফলন বেশি হওয়ার আশায় মাঠের পর মাঠ ব্রি-৭৪ ধান চাষ করেছি। অথচ জমিতে ভেজাল ধানের গাছ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এতদিন কিছু বোঝা যায়নি। যখন ধানের থোড় বের হয়েছে, তখনই বুঝতে পেরেছি। বিএডিসি আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। এখন আমাদের পথে বসা ছাড়া কিছু করার নেই।'

আজিজার নামে এক কৃষক জানান, 'বিএডিসির অফিসের পরামর্শে চার বিঘা ধান লাগিয়েছি। এখন সব ধানেই ভেজাল। এই ভেজাল ধান বিক্রি করতে পারব না। এত টাকা খরচ করে, রোদে পুড়ে এই ধান চাষ করে শেষ সময় ক্ষেতের ফসলের এ অবস্থায় হতাশ হয়ে পড়েছি।'

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসার মাহমুদা খাতুন বলেন, 'কয়েকজন কৃষক বিএডিসির বীজের ব্যাপারে আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। এখানে আমার কোনো হাত নেই, এখানে কে দায়িত্বে আছে, সেটাও জানি না। তবে কৃষকরা আমাকে জানিয়েছেন, তারা বীজ বিএডিসি অফিস থেকে নিয়েছেন। যদি বীজে ভেজাল থাকে, তাহলে বিএডিসির জেলার কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন তিনি।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা ইসরাত জাহান ছনি জানান, অভিযোগ পেয়েছেন। বিষয়টি তদন্ত-পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ বিষয়ে লালমনিরহাট বিএডিসির সিনিয়র সহকারী-পরিচালক আক্তারুন নাহার রুবি বলেন, 'কৃষকরা আমাদের কাজ থেকে এই বীজ নিয়েছেন কিনা, সবকিছু দেখে এরপর রংপুর অফিসের সঙ্গে কথা বলে কী কারণে এমনটা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হবে।'

ব্রি-৭৪ জাতের বীজ ভেজাল নয় দাবি করে তিনি বলেন, অনেক সময় কৃষকরা বাইরের বীজ নিয়ে অফিসের কথা বলে।